দৈনিক জনকণ্ঠ

7

তারিখ 14 OCT 1996
পৃষ্ঠা কলাম

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধে ছাত্র রাজনীতি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা উচিত ॥ রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য সাময়িকভাবে ছাত্র রাজনীতি স্থগিত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। খবর ইউএনবি'র।

রবিবার বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ১৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাত করে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসী তৎপরতায় উদ্বেগ প্রকাশ করলে তিনি এই পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তথাকথিত ছাত্র রাজনীতি সাময়িক বন্ধ রাখা উচিত। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে রাজনীতি করার কোন মৌলিক অধিকার ছাত্রদের নেই। তাদের বুঝা উচিত, তারা কেবল ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন জানিয়ে আশা প্রকাশ করেন যে, জাতীয় সমস্যাসমূহ সমাধানে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলসহ রাজনৈতিক দলসমূহের ওপর তিনি তাঁর নৈতিক প্রভাব খাটাবেন। তাঁরা দেশব্যাপী, বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, যে কোন মূল্যে সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। কিভাবে সন্ত্রাস বন্ধ করা যায়, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে— এ ব্যাপারে তিনি নেতৃবৃন্দের পরামর্শ চান। তিনি বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ব্যাপক ভিত্তিক ঐকমত্য প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী দল উভয়ের উচিত তাদের নিজ নিজ ছাত্র সংগঠনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। তিনি বলেন, সন্ত্রাস দমনে রাজনৈতিক দলগুলোকে অবশ্যই আন্তরিক হতে হবে।

বামফ্রন্টের আহ্বায়ক দিলীপ বড়ুয়ার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যগণ হচ্ছেন রাশেদ খান মেনন, শহীদুল্লাহ চৌধুরী, হাসানুল হক ইনু, নির্মল সেন, আফম মাহবুবুল হক, নঈম জাহাঙ্গীর প্রমুখ।